



### ৩৬-সূরা ইয়াসীন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৪ আয়াত এবং ৫ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অমোচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। ইয়াসীন,

يَسِّ ②

৩। হিকমত পূর্ণ কুরআনের শপথ,

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ③

৪। নিশ্চয় তুমি রসুলগণের অন্তর্ভুক্ত,

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ④

৫। সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত ।

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑤

৬। (এই কুরআন) মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের নিকট হইতে অবতারণিত,

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ⑥

৭। যেন তুমি সেই জাতিকে সতর্ক কর, যাহাদের পিতৃপুরুষগণকে সতর্ক করা হয় নাই যাহার ফলে তাহারা গাফেল ।

لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ رَأْيًا وَهُمْ يَخْلَوْنَ ⑦

৮। তাহাদের অধিকাংশের সম্মুখে (আমাদের) বাক্য অবশ্যই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতএব তাহারা ঈমান আনিতেছে না ।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ آلِهِمْ فَهُمْ لَا يَؤْمِنُونَ ⑧

৯। নিশ্চয় আমরা তাহাদের গলায় বেড়ি পরাইয়া দিয়াছি যাহা তাহাদের চিবুক পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা (কষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য) মাথা উচু করিয়া আছে ।

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا لِّيَبْزُوا إِلَىٰ الْآذَانِ ⑨  
فَهُمْ مَفْضَحُونَ ⑩

১০। এবং আমরা তাহাদের সম্মুখেও এক প্রতিবন্ধক এবং পশ্চাতেও এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদিগকে ঢাকিয়া দিয়াছি; সুতরাং তাহারা দেখিতে পারে না ।

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ⑪  
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ⑫  
فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ⑬

১১। এবং তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর তাহাদের জন্য উভয় সমান, তাহারা ঈমান আনিবে না ।

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑭

১২। তুমি শুধু সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করিতে পার যে উপদেশের অনুসরণ করে, এবং অদৃশ্যও রহমান আল্লাহকে

إِنَّا عَنَيْنَا مِنَ الْإِذْكَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنُ الْعَلِيمُ ⑮

ভয় করিয়া চলে । অতএব তুমি তাহাকে ক্ষমা এবং সন্মানজনক পুরস্কারের শুভ সংবাদ দাও ।

فَبَشِّرْهُ بِسَعْفَرٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝

১৩ । নিশ্চয় আমরাই মৃতকে জীবিত করি এবং তাহারা যাহা কিছু (ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য) অগ্রে প্রেরণ করে এবং যাহা কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যায় সকলই আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুকেই আমরা সুস্পষ্ট কিতাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছি ।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝

১৪ । এবং তুমি তাহাদের নিকট এক জনগদের অধিবাসীদের উপমা বর্ণনা কর, যখন তাহাদের নিকট রসূলগণ আসিয়াছিল ।

وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۚ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝

১৫ । যখন আমরা তাহাদের নিকট (প্রথমে) দুইজন (রসূল কে) পাঠাইয়াছিলাম তখন তাহারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন আমরা তৃতীয় একজন (রসূল) দ্বারা (তাহাদিগকে) শক্তিশালী করিলাম, এবং তাহারা বলিল, ‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি ।’

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ ۝

১৬ । তাহারা উত্তরে বলিল, ‘তোমরা আমাদের মত মানুষ বই কিছুই নহ, এবং রহমান আল্লাহ কিছুই নামেন করেন নাই, তোমরা শুধু শুধু মিথ্যা বলিতেছ ।’

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِن أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ ۝

১৭ । তাহারা বলিল, ‘আমাদের প্রতিপালক জ্ঞানেন যে, আমরা নিশ্চয় তোমাদের নিকট রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি;

قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمُوا إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ ۝

১৮ । বস্তুতঃ আমাদের উপর দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে (পয়গাম) পৌছাইয়া দেওয়া ।’

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

১৯ । তাহারা বলিল, ‘নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে (আগমন) অশুভ মনে করি, তোমরা যদি তোমাদের কার্যকলাপ হইতে বিরত না হও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরঘাতে হত্যা করিব, এবং নিশ্চয় আমাদের তরফ হইতে তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করিবে ।’

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَنْصَلْبَنَّكُمُ فَتَنَا عَذَابَ إِلَيْنَا ۝

২০ । তাহারা বলিল, ‘তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদেরই সঙ্গে আছে । (তোমরা) কি ইহা এইজন্য (বলিতেছ) যে, তোমাদিগকে সৎ উপদেশ দেওয়া হইতেছে ? বরং (সত্য কথা এই যে) তোমরা সীমানাঘনকারী জাতি ।’

قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ إِن لَّمْ يَرْجُلْ يَلِ أَنْتُمْ قَوْمٌ فَسِيفُونَ ۝

২১। এবং শহরের দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিল, সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর ।

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَنْتَعِلُ قَالَ يَقُومُ  
اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۝

২২। অনুসরণ কর তাহাদের, যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে না এবং তাহারা হেদায়াত প্রাপ্ত;

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝

২৩। এবং আমার কি হইয়াছে যে আমি তাঁহার ইবাদত করিব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে ?

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي تُرْجَعُونَ ۝

২৪। আমি কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য মা'বুদ গ্রহণ করিব ? যদি রহমান আল্লাহ আমাকে কোন ক্ষতি পৌছাইতে চাহেন তাহা হইলে তাহাদের সূপারিশ আমার কোন উপকারে আসিবে না, এবং তাহারা আমাকে বাঁচাইতেও পারিবে না;

أَتَأْخُذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ يَبْزُتَ الرِّضَىٰ بِيَوْمِ  
لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُفْقَدُونَ ۝

২৫। এইরূপ করিলে আমি অবশ্যই প্রকাশ্যে ভ্রান্তিতে পড়িব,

إِنِّي إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُّبِينٌ ۝

২৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, অতএব তোমরা আমার কথা শুন ।

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ۝

২৭। তাহাকে বলা হইল, 'তুমি জামাতে প্রবেশ কর ।' সে বলিল, 'হায় ! আমার জাতি যদি (আমার পরিণাম) জানিতে পারিত —

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَيْلَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۝

২৮। যে কিরাপে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ।

بِمَا عَفَىٰ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۝

২৯। এবং আমরা তাহার পর তাহার জাতির বিরুদ্ধে আকাশ হইতে কোন সৈন্যদল নাযেল করি নাই এবং না আমরা কখনও এইরূপ নাযেল করি ।

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ  
السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۝

৩০। উহা কেবল এক বিকট শব্দকারী আযাব ছিল, তখন দেখ ! সহসা তোমাদের জীবন প্রদীপ নিভিয়া গেল ।

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خِدْلُونَ ۝

৩১। পরিতাপ ! বান্দাগণের জন্য, তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই, যাহার প্রতি তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই ।

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ ۝

৩২। তাহারা কি দেখে নাই তাহাদের পূর্বে আমরা কত জনগোষ্ঠিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তাহারা কখনও তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসে না ?

أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ  
إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তাহাদের সকলকেই একত্রিত করিয়া নিশ্চয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে।

﴿٣٣﴾ وَإِنَّا كُلَّ لُغَا جَمِيعٍ لَدَيْنَا مَحْصُورُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং মৃত স্বামীণ্ড তাহাদের জন্য এক নিদর্শন, আমরা উহাকে সজীবিত করি এবং উহা হইতে শস্য উৎপন্ন করি, অতঃপর তাহারা উহা হইতে আহার করে।

وَأَيُّ لُغَا لُغَا الْأَرْضِ الْمَيِّتَةِ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا  
مِنْهَا حَبًّا قِنْه يَأْكُلُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং আমরা উহাতে শূরুর এবং আসুরের বাগানসমূহও উৎপাদন করিয়াছি এবং উহাদের মধ্যে আমরা বরগাসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি,

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرًا  
فِيهَا مِنَ الْعِنُونِ ﴿٣٥﴾

৩৬। যেন তাহারা উহার ফল আহার করে, অথচ তাহাদের হস্ত উহা উৎপাদন করে নাই, তবুও কি তাহারা শোকরভাষারী করিবে না ?

يَا كُفَّاءَ مِنْ سُورَةٍ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا  
يَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। পবিত্র তিনি, যিনি সকল বস্তুকে, যাহা স্বামীণ্ড উৎপাদন করে এবং স্বয়ং তাহাদিগকে এবং উহাদিগকেও যাহা তাহারা জানে না; জোড়া জোড়া, করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ  
الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং রাত্রিও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন, যাহার মধ্য হইতে আমরা দিনকে পৃথক করিয়া লই, ফলে তাহারা অকস্মাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

وَأَيُّ لُغَا لُغَا الْبَيْتِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ  
مُظْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং সূর্য উহার গন্তব্য স্থানের দিকে দ্রুত বেগে ধাবমান রহিয়াছে, ইহা মহা পরাক্রমশালী সর্বত্র আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম।

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ  
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং চন্দ্রের জন্য আমরা বিভিন্ন মণ্ডল নির্ধারিত করিয়াছি, এমন কি (মণ্ডলগুলি অতিক্রম করিতে করিতে) উহা শূরুর রুদ্ধের পুরাতন গুরু শাখার ন্যায় প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ  
الْقَدِيمِ ﴿٤٠﴾

৪১। সূর্যের ক্ষমতা নাই যে উহা চন্দ্রকে ধরে এবং রাত্রিও ক্ষমতা নাই যে উহা দিবসকে অতিক্রম করে। এবং উহাদের প্রত্যেকেই আকাশে নিজ নিজ কক্ষপথে অবোধে সত্তরগ করিয়া চলিয়াছে।

لَا الشَّمْسُ يَنْتَفِي لَهَا أَنْ تَذَرِكَ الْقَمَرَ وَلَا  
الْبَلَّ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤١﴾

৪২। এবং তাহাদের জন্য ইহাও এক নিদর্শন যে, আমরা তাহাদের বংশধরগণকে বোঝাই করা নৌয়ানে বহন করিয়া থাকি।

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَالِكِ الْمَتَرُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং আমরা নিশ্চয় উহার সদৃশ আরও (যানবাহন) সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা আরোহণ করিবে।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ فِئْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং যদি আমরা চাহি তাহা হইলে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারি, তখন তাহাদের জন্য কেহ ফরিয়াদ প্রবণকারী থাকিবে না এবং তাহাদিগকে উদ্ধারও করা হইবে না,

وَأَن تَأْتِيَهُمْ فَلَاحِرٌ يَحْمِلُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। কেবল আমাদের পক্ষ হইতে রহমত বাতীত, এবং উহা কেবল এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পার্থিব সুখ-সন্তোষস্বরূপ।

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা কিছু তোমাদের সম্মুখে আছে উহা হইতে এবং যাহা কিছু তোমাদের পশ্চাতে আছে উহা হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর যেন তোমাদের উপর রহম করা হয় (তখন তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়)।'

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং যখনই তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী হইতে কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট আসে তখনই তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহা হইতে শ্রুত কর,' তখন কাকেরগণ মো'মেনগণকে বলে, 'আমরা কি এমন ব্যক্তিকে শাওয়াইব যাহাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিজে শাওয়াইতে পারেন? তোমরা একেবারে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ।'

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۖ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا نَنْظُرُهُمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَاعُوهُ ۗ إِنَّكُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে?'

وَيَقُولُونَ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

৫০। তাহারা কেবল এক বিকট শব্দকারী আঘাবের অপেক্ষা করিতেছে যাহা তাহাদিগকে আসিয়া ধরিবে এমন অবস্থায় যে তাহারা বিতর্কই করিতে থাকিবে।

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। সেই সময় তাহারা একে অপরকে ওসীয়াতও করিতে পারিবে না এবং নিজেদের পরিবারবর্গের নিকটও ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।

فَلَا يَسْتَظِنُّونَ ۖ تَوْبِيخٌ ۖ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন অকস্মাৎ তাহার কবর হইতে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটিয়া আসিবে।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। তাহারা (একে অপরকে) বলিবে, 'হায় আমাদের সর্বনাশ! কে আমাদের নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল? ইহা তো উহাই যাহার প্রতিশ্রুতি রহমান আল্লাহ দিয়াছিলেন এবং রসূলগণও সত্য বলিয়াছিলেন।'

قَالُوا يَوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الرَّسُولُ ﴿٥٣﴾

৫৪। ইহা হইবে কেবল একটি প্রচণ্ড আতঁনাদ, তখন সহসা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আমাদের সম্মুখে হাথির করা হইবে।

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং সেদিন কোন আশ্রয় প্রতি বিন্দুমাত্র যত্ন করা হইবে না, এবং তোমাদিগকে কেবল তোমাদের কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

فَالْيَوْمَ لَا تَصْلَحُ سَيِّئًا وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। সেদিন নিশ্চয় জালাতবাসীগণ (নিজেদের অবস্থা দেখিয়া) আনন্দে উৎফুল্ল হইবে;

إِن أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। তাহারাও এবং তাহাদের স্ত্রীগণও (রহমতের) ছায়াতলে পালংকের উপর হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে।

هُمْ وَآزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَكِنُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। তথায় তাহাদের জন্য নানা ফল-মূল থাকিবে আর থাকিবে তাহাদের কাংশিত সকল বস্তু।

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدْعُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। 'শান্তি'— ইহাই হইবে তাহাদের পরম দয়াময় প্রতিপালকের নিকট হইতে সাদর-সম্ভাষণ।

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং (আল্লাহ ইহাও বলিবেন) 'হে অপরাধীগণ! আজ তোমরা (মো)মেনগণ হইতে) পৃথক হইয়া যাও।'

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। হে আদমের সন্তানগণ! 'আমি কি তোমাদিগকে এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিই নাই যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করিবে না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু—

أَلَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ بَيْنِي أَدْرَأَنَّ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦١﴾

৬২। এবং তোমরা শুধু আমার ইবাদত করিবে, ইহাই হইল সরল-সুদৃঢ় পথ।

وَآبِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং সে অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে অনেক দলকে বিপথগামী করিয়াছে, তথাপি তোমরা কি বুঝিতে পার নাই?

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِيلًا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হইয়াছিল।'

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝

৬৫। আজ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর, যেহেতু তোমরা অস্বীকার করিতে।'

اَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

৬৬। সেদিন আমরা তাহাদের মুখের উপর মোহর মারিয়া দিব, এবং তাহাদের হাত আমাদের সঙ্গে কথা বলিবে, এবং তাহাদের পাঙনি তাহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ  
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

৬৭। এবং আমরা চাহিলে তাহাদের চক্ষুণি বিন্ধু করিয়া দিতে পারি, তখন তাহারা পথ অনুসন্ধানে দ্রুত বেগে দৌড়াইবে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় তাহারা কিভাবে দেখিতে পারিবে ?

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ  
فَأَنَّىٰ يَصِيرُونَ ۝

৬৮। এবং আমরা চাহিলে তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থান স্থলেই এমন নাজেহাল করিয়া দিতে পারি, যাহার ফলে তাহারা সম্মুখেও যাইতে পারিবে না এবং পশ্চাতেও ফিরিতে পারিবে না।

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا  
مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝

৬৯। এবং আমরা যাহাকে দীর্ঘায়ু দান করি— তাহাকে শারীরিক গঠনে ক্ষয়প্রাপ্ত ও দুর্বল করিতে থাকি। তবুও কি তাহারা বুঝে না ?

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝

৭০। এবং আমরা তাহাকে না কোন কবিতা রচনা করার শিক্ষা দিয়াছি, না ইহা তাহার পক্ষে সংগত; ইহা তো কেবল এক উপদেশ-বানী এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআন (পুনঃ পুনঃ পঠনীয় কিতাব),

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا  
ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ۝

৭১। যেন ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দেয় যে জীবিত এবং যেন কাকেরদের সম্বন্ধে (আল্লাহর) ফয়সালা পূর্ণ হয়।

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَجْعَلَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

৭২। তাহারা কি দেখে না যে, আমাদের হস্ত যাহা সৃষ্টি করিয়াছে উহাদের মধ্যে আমরা তাহাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি যাহার তাহারা এখন মালিক হইয়াছে ?

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا صِلَاتٍ  
أَنعَمًا مَّا لَهُمْ بِهَا مَلِكُونَ ۝

৭৩। এবং আমরা চতুষ্পদ জন্তুগুলিকে তাহাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছি, উহাদের মধ্যে কতকগুলি তাহাদের যানবাহনস্বরূপ এবং কতকগুলিকে তাহারা ভক্ষণ করে।

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝

৭৪। এবং তাহাদের জন্য উহাতে নানাবিধ উপকার এবং পানীয় আছে। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না ?

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝

৭৫। এবং তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য মাবুদ গ্রহণ করিয়াছে এই বলিয়া যে, হয় তো কোন সময় (তাহাদের দ্বারা) তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে।

وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তাহারা তাহাদের কোন সাহায্য করিতে পারে না। পক্ষান্তরে তাহাদিগকে (তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে) তাহাদের বিরুদ্ধে (সাক্ষ্য বহনকারী) সৈন্যদলরূপে হাথির করা হইবে।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْكَرُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। অতএব তাহাদের কথাবার্তা যেন তোমাকে মনোকষ্ট না দেয়। নিশ্চয় আমরা জানি উহাও যাহা তাহারা গোপন করে এবং উহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করে।

فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُبْزُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮। মানুষ কি চিন্তা করিয়া দেখে না যে, নিশ্চয় আমরা তাহাকে (এক নগণ্য) গুরু-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছি? অতঃপর সে অকস্মাৎ বিতণ্ডাকারী হইয়া দাঁড়ায়।

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং সে আমাদের সম্বন্ধে সাদৃশ্য বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত ভুলিয়া যায়। এবং বলিতে থাকে, ‘অস্থিপুঞ্জ কে জীবন সঞ্চার করিতে পারে যখন ঐগুলি পচিয়া গলিয়া যায়?’

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُؤْتِي الْوِطَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٩﴾

৮০। তুমি বল, ‘ঐগুলিতে তিনি জীবন সঞ্চার করিবেন যিনি ঐগুলিকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন; বস্তুতঃ তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী,

قُلْ يُخْلِقُهَا الَّذِي أَنْشَأَنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٨٠﴾

৮১। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর সহসা তোমরা উহা হইতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا هُوَ لَأَنْشَرُهُ نَوْدُونَ ﴿٨١﴾

৮২। যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন?’ হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি মহা সৃষ্টিকর্তা, সর্বজ্ঞানী।

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ بَعْدَ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٢﴾

৮৩। তাঁহার কার্যধারা তো এইরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু সম্বন্ধে ইচ্ছা করেন তখন তিনি উহাকে শুধু বলেন, ‘হও’, তখন উহা হইয়া যায়।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٣﴾

৮৪। অতএব পবিত্র তিনি, যাহার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের আধিপত্য। এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٤﴾